270314 - কোন ফ্যাক্টরিতে একটি প্রোডাক্ট তৈরী করে ঐ প্রোডাক্টের গায়ে ট্রেডমার্ক হিসেবে গ্রাহকের নাম লেখা

প্রশ্ন

'নিজস্ব মার্কা' ব্যবহার করা বলে একটি কথা আছে। প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কোন একটি প্রোডাক্ট উৎপাদন করে সেটার উপর নিজস্ব কোম্পানির নাম বসানোর বদলে গ্রাহকদের নাম বসানো; যেহেতু সেটাই হচ্ছে "ট্রেডমার্ক" (বাণিজ্যিক মার্কা)। এই গ্রাহক প্রোডাক্টটি এমনভাবে বিক্রি করে তার নিজস্ব ট্রেডমার্ক দিয়ে হলে যেভাবে বিক্রি করত। "নিজস্ব মার্কা" ব্যবহারের নামে বহুল পরিচিতি এই প্রসেসটির হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোন কোম্পানি বা ফ্যাক্টরি গ্রাহকের জন্য প্রোডাক্ট তৈরী করে সে প্রোডাক্টের গায়ে ফ্যাক্টরির নামের পরিবর্তে "বাণিজ্যিক মার্কা" বা "ট্রেডমার্ক" হিসেবে গ্রাহকের নাম লিখতে কোন বাধা নাই; যদি তা প্রতারণা ও জালিয়াতি মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত গ্রাহক প্রোডাক্টটি অন্যের কাছ থেকে বানিয়ে এনেছে। কিন্তু প্রোডাক্টটি সে নিজে তৈরী করেছে বা নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে বানিয়েছে— অন্যদেরকে এমন ধোঁকা দেয়া নাজায়েয। কারণ এটি প্রতারণা ও মিথ্যা দাবী। রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিজেকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশকারী দুই খণ্ড মিথ্যার কাপড় পরিধানকারী (অর্থাৎ মিথ্যাবাদী)-র মত।"

প্রস্তুতকারকের জন্য অর্থের বিনিময়ে কিংবা বিনামূল্যে অন্য কাউকে তার ট্রেডমার্ক বা বাণিজ্যিক মার্কা দেয়া জায়েয আছে; তবে শর্ত হচ্ছে এতে কোন জালিয়াতি বা প্রতারণা থাকতে পারবে না।

১৪০৯ হিঃ (১৯৮৮খ্রিঃ)তে কুয়েতে অনুষ্ঠিত "ইসলামী ফিকাহ একাডেমী"-র পঞ্চম অধিবেশনের সিদ্ধান্তাবলীতে এসেছে:

এক: বাণিজ্যিক নাম, বাণিজ্যিক শিরোনাম (ট্রেডমার্ক, গ্রন্থায়ন, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার): এগুলো এর মালিকদের ব্যক্তিগত স্বত্ব। সমকালীন প্রথায় এর বিবেচনাযোগ্য আর্থিক মূল্য রয়েছে; যার জন্য মানুষ বিনিয়োগ করতে পারে। শরিয়তে এ স্বত্বগুলো বিবেচনাযোগ্য। তাই এ স্বত্বগুলো লঙ্ঘন করা নাজায়েয।

দুই:

বাণিজ্যিক নাম, বাণিজ্যিক শিরোনাম বা ট্রেডমার্ক আর্থিক স্বত্ব হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এগুলো লেনদেনে করা এবং

অর্থের বিনিময়ে এর কোনটিকে হস্তান্তর করা জায়েয; যদি এতে ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও জালিয়াতি না থাকে।

তিন:

গ্রন্থায়ন, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের স্বত্বগুলো শরিয়তে সংরক্ষিত। এগুলোর স্বত্বাধিকারীগণের লেনদেন করার অধিকার রয়েছে এবং এগুলো ভঙ্গ করা নাজায়েয।[একাডেমীর "ম্যাগাজিন" সংখ্যা-৫, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-৭৬২২ থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।